মেহেরপুরে ভেজাল বীজ ও বৈরী আবহাওয়ায় ফলন বিপর্যয়ে শসা চাষিরা

একদিকে অনুন্নত বীজ, অন্যদিকে অবহাওয়া অনুকুল না থাকায় ফলন বিপর্যয়ে কপাল পুড়েছে মেহেরপুরের অন্তত শতাধিক কৃষকের। এতে শসা চাষিরা মোটা অংকের টাকা ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

চাষিদের চাহিদা অনুযায়ী দেশি জাতের শসার বীজের পরিবর্তে অন্য জাতের বীজ সরবরাহ করায় এমন ঘটনা ঘটেছে বলে দাবী চাষীদের। কৃষি বিভাগ বলছেন, চাষিরা লিখিত অভিযোগ করলে বীজের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন মাঠ ঘুরে দেখা গেছে, মাচা পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীণ শসা আবাদ করেছেন শতশত কৃষক। শসা’র গাছ ভাল হলেও গাছের ডগায় শসা হচ্ছেনা। গ্রামের বিভিন্ন বীজ ভান্ডার থেকে দেশী জাতের শসা বলে জমিতে চারা রোপন করলেও শসা উৎপাদনের সময় তা হয়ে উঠেছে হাইব্রীড। ফলনেও বিপর্যয়। শসা’র ফলন বিপর্যয়ে আবাদের খরচের টাকাও উঠবেনা বলে হতাশায় দিন যাপন করছেন চাষিরা। এসময় শসা বিক্রি করে লাভের আশায় ধার দেনা করে আবাদে খরচ করেছেন বাড়তি টাকা। আশায় ছিলেন বর্ষাকালে শসার ভাল দাম পাবেন। কিন্তু চাষিদের সে আশায় ভাটা পড়েছে। ভেজাল বীজের কারনে মাচা ভর্তি শসার গাছ । লতাপাতায় ও ফুলে ভরপুর জমির মাচা। কিন্তু তাতে শসা নেই। গেল বছর যেসকল জমিতে প্রতি সপ্তায় দেড় থেকে দুই মণ শসা পাওয়া যেত, সেই জমিতে এবছর ১৫ থেকে ২০ কেজি শসা পাওয়া যাচ্ছে। এভাবে কম শসা উৎপাদন হলে খরচের টাকাও উঠবেনা বলে হতাশা ব্যাক্ত করেন চাষিরা।

গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের চাষি মিলন হোসেন বলেন, কালিগাংনী মাঠের এক বিঘা জমিতে রকেট জাতের শসা লাগিয়েছি। মেহেরপুর শহরের একটি বীজের দোকান থেকে বীজ সংগ্রহ করেছিলাম। দোকানি দেশী জাতের শসা হবে বলে প্রতিশ্রু দিয়েছিলেন। এসময় শসা পাবো বলে ৪ মাস যাবত পরিচর্যা করে আসছি। অনেক আগে থেকেই আমাদের শসা গাছে শসা ধরার কথা। কিন্তু শসা হচ্ছেনা। আর যা হচ্ছে তা হাইব্রীড। প্রতি বিঘা জমিতে এ মৌসুমে সপ্তাহে ৭০ থেকে ৮০ কেজি শসা পাওয়ার আশা। কিন্তু পাচ্ছি মাত্র ২০ থেকে ২৫ কেজি। প্রতি

কেজি শসা বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকা থেকে ৪০ টাকায়। এমন ফলন হলে লাভ হওয়া দুরের কথা! আমাদের খরচের টাকা উঠবেনা। ১ বিঘা জমিতে মাচা তৈরী, জমি প্রস্ততকরণ ও বীজ দিয়ে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়।

গাড়াবাড়িয়া গ্রামের ইশাদুল ইসলাম বলেন, লোকনাথ জাতের শসা’র বীজ কিনেছিলাম গাড়াবাড়িয়া বাজারের সাহারুলের দোকান থেকে। এক বিঘা জমিতে ২০ হাজার টাকা খরচ করেছি। খরচ শেষে এখন শসা বিক্রির সময়। এখন দেখি গাছে শসা ধরছেনা। দুএকটা ধরছে তাও আবার হাইব্রীড। এজাতের শসা মেহেরপুরে বিক্রি করা খুবই মুশকিল। কেউ নিতে চায়না। আবার দামও কম।

ওই গ্রামের তাজিম উদ্দীন প্রতি বছরই গ্রীষ্মকালিণ শসার আবাদ করেন। চলতি বছেরে ৩ বিঘা জমিতে শসা আবাদ করেছেন। তার ভাগ্যেও একই দশা। জমিতে গাছ আছে কিন্তু শসা ধরছেনা। তিনি বলেন আমার জামাই মেহেরপুর থেকে বীজ কিনে এনেছিল। তাকে বিশ্বাস করে শসা লাগিয়ে প্রতারিত হলাম।

শসা চাষি মেহেদি, আকাশ, কালু শেখসহ ক্ষতিগ্রস্থ চাষিরা জানান, অধিক লাভের আশায় গ্রীষ্মকালীণ শসা আবাদ করতে রাত দিন পরিশ্রম করেছি। অসময়ে শসা আবাদে ভাল ফলন পেতে খরচও করেছি বাড়তি টাকা। উৎপাদনের সময় দেখি বীজে ভেজাল, আমরা প্রতারিত হয়েছি। দেশী জাতের শসা এখন হয়ে উঠেছে হাইব্রীড। আবাদে ফলন বিপর্যয় ঘটছে। আমাদের জেলায় প্রতিবছর যে পরিমাণ শসা উৎপাদন হয় তাতে জেলার মানুষের চাহিদা পুরনের পাশাপাশি ঢাকা, বরিশাল, সিলেট রাজশাহীসহ বিভিন্ন বড়বড় শহরে রপ্তানি করে মোটা অংকের টাকা লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু এ বছর শসার ফলন না থাকায় আমাদের এলাকার চাহিদাটুকু পুরুন করা সম্ভব হচ্ছেনা।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক বিজয় কৃঞ্চ হালদার বলেন, চলতি বছর জেলার বিভিন্ন এলাকায় ৬০ হেক্টর জমিতে শসার আবাদ হয়েছে। এতে ১৮০০ টন শসা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। গত বছরেও চাষিরা শসা আবাদে ভাল ফলন পেয়েছে এবং লাভবান হয়েছে। ভেজাল বীজের বিষয়ে কোন কৃষক আমাদের কাছে অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে বৈরী আবহাওয়ার কারনে শসা’র ফল বিপর্যয় ঘটতে পারে। অনেক গাছে পর্যাপ্ত ফুল হচ্ছে কিন্তু ফল ঝরে যাচ্ছে বলে শূনেছি। আমরা কৃষকদের বিভিন্ন পরামর্শ অব্যাহত রেখেছি।

মেহেরপুরে রাতের আঁধারে ভেঙে দেওয়া হলো স্কুলের দেয়াল!

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের হরিরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১ শত ফিট দেয়াল রাতের আঁধারে ভেঙ্গে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের কোমলমতি শিশু-কিশোরদের জন্য ১৯৪০ সালে হরিরামপুর সরকারি প্রাথমিক প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গড়ে তোলা হয়। বিদ্যালয়ে বর্তমানে ২৮৩ জন শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে।
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। কিন্তু কে বা কারা বিদ্যালয়টি দেয়াল রাতারাতি ভেঙে ফেলায় অরক্ষিত হয়ে পড়েছে স্কুলের ভবনটি।
সরেজমিনে দেখা যায়, হরিরামপুর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়ের উত্তর-পশ্চিম পাশের দেয়ালটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এতে অরক্ষিত হয়ে পড়েছে স্কুলের ভবনটি। দেয়াল ভেঙে ফেলায় যেকোনো সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
এ বিষয়ে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মোছাঃ ফারহানা পারভীন বলেন, আমি স্কুল সময়ে আসি এবং ছুটির পর চলে যাই। কে বা কারা এসব অপকর্ম করছে, আমরা বুঝতে পারছি না। তবে এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ করার প্রস্তুতি চলছে।
এ ব্যাপারে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, স্কুলের দেয়ালটি রাতারাতি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের ছাড় দেওয়া হবে না। অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বিষয়টি দ্রুত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টরা।



মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ ফারুক উদ্দিন বলেন, খবরটি শোনার সাথে সাথে আমি সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কে জানাই। দুইজনেই আমাকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন। আমি স্কুলের হেডমাস্টার ও সভাপতি কে মেহেরপুর সদর থানায় জিডি করার পরামর্শ দিই।

গাংনীতে আলমডাঙ্গার মামুন র্যাবের হাতে আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ মোঃ মামুন মালিথা (২৪) নামের এক মাদক কারবারী আটক করেছে।

আটক মামুন মালিথা চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের চরযাদবপুর গ্রামের মোঃ শহিদুল ইসলামের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার কল্যানপুর-করমদি মাঠের মধ্যে করমদি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে পাকা রাস্তার উপর মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তাকে ১৮ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি টিম এই অভিযানে অংশ নেন। উদ্ধারকৃত ১৮ বোতল ফেন্সিডিলের আনুমানিক বাজার মূল্য ৩৬ হাজার টাকা।

এঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ২ টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বর পদের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ

মেহেরপুর জেলার দুইটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও তিনটি ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বর) পদের উপনির্বাচনের প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) দুপুরের দিকে জেলা নির্বাচন অফিস মিলনায়তনে আমঝুপি ও শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বর, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়ে মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ২ নং ওয়ার্ডের সদস্য, মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর ও গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের উপনির্বাচনের ৪ নং ওয়ার্ডের মেম্বর প্রার্থীর মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

জেলা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ সদর উপজেলার আমঝুপি ও শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদ উপনির্বাচনের চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মাঝে, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার শেখ তানভীর জামান মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ উপনির্বাচন, মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর উপনির্বাচন এবং গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার কামরুল হাসান কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নং ওয়ার্ড উপনির্বাচনের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেন।

এসময় সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা দোলন কান্তি চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম রেজা (মোটরসাইকেল), শরিফুল ইসলাম (টেবিল ফ্যান), শফিকুল ইসলাম (ঘোড়া), রেবেকা খাতুন (আনারস) এবং সোহেল রানা (চশমা) প্রতিক লাভ করেন।

মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদের উপনির্বাচনে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন (আনারস), নুরুল ইসলাম (মোটরসাইকেল), আবুল বাসার (চশমা) ও শহিদুল ইসলাম(ঘোড়া) প্রতিক পান। একই উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের সদস্য পদের উপনির্বাচনে তাহাজ উদ্দিন (টিউবওয়েল), মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (তালা), মোঃ দুল্লুপ হোসেন (ফুটবল) প্রতীক লাভ করেন।

নবগঠিত শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদ ২ নং ওয়ার্ডের উপনির্বাচনে সদস্য পদের সদস্য প্রার্থী মামলত হোসেন (তালা), মোয়াজ্জেম হোসেন (ফুটবল), মিকাইল ইসলাম (টিউবওয়েল) এবং রবিউল ইসলাম (মোরগ) প্রতিক লাভ করেছেন।

গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদের উপনির্বাচনে সাবেক মেম্বর আবুল কালাম আজাদ (তালা), মো: নুর হক (টিউবওয়েল), মো: বিশারুল ইসলাম (মোরগ), মো: রাজু আহমেদ (ফুটবল) ও মো: লাল্টু হোসেন (বৈদ্যতিক পাখা) প্রতিক লাভ করেন ।

সদর উপজেলার আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন আহম্দে চুন্নুর মৃত্যু মুজিবনগর উপজেলার ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনে অংশ নিতে মহাজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ, এবং তিনটি ওয়ার্ডের সদস্য মৃত্যুজনিত কারণে পদ শূন্য ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

আগামী ২৭ জুলাই উপ নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুরে ব্যাংক,আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও উদ্দ্যোক্তাদের মতবিনিময় সভা

সিএমএসএমই সেক্টরে ঋণ বিতরন/সুবিধার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এবং জেলার প্রান্তিক উদ্দ্যোক্তাদের নিয়ে মেহেরপুরে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলায় কার্যরত সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসে সার্বিক নির্দেশনায় বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) সকাল ১১ টার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহী অঞ্চল উত্তরা ব্যাংক পিঃ উপ-মহাব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক প্রধান অলোক কুমার সাহার সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন।

মোঃ রাশেদ ওসমানের (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিঃ) সঞ্চালনায় এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আবুল কালাম আজাদ, যুগ্ম পরিচালক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মেহেরপুর অঞ্চলের সহ: মহাব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক প্রধান মোঃ শহীদুল ইসলাম, সোনালী ব্যাংক পিঃ মেহেরপুর শাখার মহাব্যবস্থাপক মোঃ তৌহিদুল আলম।

স্বাগত বক্তব্য হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উত্তরা ব্যাংক পিঃ মেহেরপুর শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ নাসির উদ্দিন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাজ্জাদুর রহমান, মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, মোছাঃ ক্যামিলী, মোছাঃ সুমি বিশ্বাস প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় লীড ব্যাংক হিসেবে ছিলেন উত্তরা ব্যাংক পিএলসি মেহেরপুর শাখা।

মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে ১০ জন পুশ ইন

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে ১০ জন পুশ ইন হয়েছে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ তাদেরকে আজ বৃস্পতিবার ভোরের দিকে পাঠিয়ে দেয়। পুশ ইন হয়ে আসা লোকজন তাদের নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরে গেছে। তাদের বাড়ি যশোর, সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন জেলায়।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, ভোর চারটার দিকে নাজিরাকোনা সীমান্তের কাটাতারের গেট খুলে দেয় বিএসএফ। এসময় ১০ জন ভারত থেকে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করে। পায়ে হেঁটে তারা নাজিরাকোনা গ্রামের ভেতরে গিয়ে ভ্যানযোগে মুজিবনগর উপজেলা শহর কেদারগঞ্জে পৌঁছায় ভোরের দিকে। সেখানে স্থানীয় সাংবাদিকরা তাদের গন্তব্যে ফেরার ভিডিও ধারণ করেন।

পুশ ইন হয়ে আসা কয়েকজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, তারা সকলেই দরিদ্র। কাজের খোঁজে অনেক আগে তারা ভারতে গিয়েছিলেন। সেখানে শ্রমিকের কাজ করার এক পর্যায়ে তারা ভারতীয় পুলিশের হাতে আটক হয়। বেশ কিছুদিন হাজতবাসের পর গেল রাতে তাদেরকে আনা হয় নাজিরাকোনা সীমান্তে। সেখানে তাদের আঙ্গুলের ছাপ নেয় বিএসএফ সদস্যরা। এক পর্যায়ে কাটাতারের গেট খুলে তাদেরকে বাংলাদেশের ভেতরে পাঠিয়ে দেয়।

মুজিবনগর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজ্জল দত্ত জানান, পুশব্যাকের বিষয়টি পুলিশের কাছে কোন তথ্য নেই। বিজিবির কাছে কোন তথ্য আছে কি না তাও জানা নেই।

তবে পুশব্যাকের বিষয়ে জানতে চেয়ে বিজিবি মুজিবনগর নাজিরাকোনা বিওপি কমান্ডার বলেন, পুশব্যাকের কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই।

ভারতে পাচার হওয়ার পথে মুজিবনগরে শিশুকে উদ্ধার, অপহরণকারী আটক

ভারতে পাচারের সময় তানজিল হোসেন (১২) নামের এক শিশুকে উদ্ধার ও অপহরণকারী রনিকে আটক করে গণধোলাই শেষে থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে জনতা।

উদ্ধারকৃত শিশু মোঃ তানজিল হোসেন পার্শ্ববর্তি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সাতগাড়ি এলাকার আনোয়ার হোসেনের ছেলে। শিশুটি পেশায় ইঞ্জিনচালিত পাখিভ্যান চালক।

আটক অপহরণকারী রনি হোসেন মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার ইসমাইল হোসেনের ছেলে। গতকাল বুধবার (১০ জুলাই) বিকালে শিশু তানজিল হোসেনকে অপহরণ করে ভারতে পাচার করার সময় মুজিবনগর উপজেলার সীমান্তবর্তি বিদ্যাধরপুর ব্রিজ এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়।

শিশুটির বরাত দিয়ে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজ্জল দত্ত জানান, তানজিল তার নিজ এলাকায় ইঞ্জিনচালিত পাখিভ্যান চালিয়ে তাদের সংসার চালায়। গত তিনদিন পূর্বে রনি হোসেন চুয়াডাঙ্গা এলাকা থেকে শিশুটির ভ্যান ভাড়া নিয়ে বিভিন্ন প্রলোভন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে গত তিনদিন যাবৎ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান। গতকাল বুধবার বিকালের দিকে তাকে ভারতে পাচারের উদ্যোশ্যে মেহেরপুর হয়ে মুজিবনগর সীমান্তের দিকে যাচ্ছিল। শিশুটি মোনাখালী ব্রিজ পার হওয়ার সময় লোকজন দেখে হঠাৎ কান্নাকাটি শুরু করে। এসময় স্থানীয় লোকজন তানজিলকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে।পরে অপহরণকারী পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় স্থানীয় জনতা রনিকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে মূমূর্ষ অবস্থায় মুজিবনগর থানা পুলিশে সোপর্দ করে।

মুজিবনগর থানা পুলিশ তানজিলকে উদ্ধার করে এবং অপহরণকারী রনিকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

মুজিবনগর থানার ওসি উজ্জল দত্ত জানান, তানজিল নিখোঁজ যাওয়ার পর

তার পরিবারের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি জিডি করেন। যার নং ১৬৯।

মুজিবনগর থানার ওসি উজ্জ্বল কুমার দত্ত জানান, শিশুটিকে উদ্ধার এবং অপহরন কারীকে আটকের পর চুয়াডাঙ্গা থানায় খবর দেয়া হয়েছে। ভিকটিম এবং আসামিকে চুয়াডাঙ্গা থানা পুলিশর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

মুজিবনগরে ২৯২ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক কারবারী আটক

মুজিবনগরে ২৯২ বোতল ভারতীয় নেশা জাতীয় দ্রব্য ফেনসিডিল সহ এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে ঝিনাইদহ র্যাব -৬ উপজেলার তারানগর গ্রামে কতিপয় মাদক ব্যবসায়ী অবৈধ মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর এস আই আবুল হোসাইন এর নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার তারানগর ক্লাবের সামনে থেকে আনন্দবাস গ্রামের জহির খাঁ এর ছেলে মানিক (২২)কে কাধেঁ বহন কৃত একটি চটের বস্তার ভিতরে রক্ষিত অবস্থায় ২৯২ বোতল ফেনসিডিল সহ আটক করে।

আজ বুধবার বিকেলে আটকৃত মাদক ব্যবসায়ী নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮এর ৩৬(১) স্মরণের ১৪ এর গ ধারায় মামলাদিয়ে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ উজ্জল কুমার দত্ত জানান বুধবার বিকেলে ২৯২ বোতল ফেনসিডিল সহ মানিক নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ঝিনাইদহ র্যাব ৬ মাদক মামলা দিয়ে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করেছে আগামীকাল বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মেহেরপুরে স্বর্ণ চোরাচালানের দায়ে একজনের কারাদন্ড ও জরিমানা

মেহেরপুরে স্বর্ণচোরাচালানের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়াতে নামাজ আলী (২৮) নামের এক চোরাকারবারীকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার হাজার টাকা জরিমানা করেছে আদালত।

দণ্ডপ্রাপ্ত নামাজ আলী শুভরাজপুর গ্রামের নজিবদ্দীনের ছেলে।

রায় ঘোষণাকালে বিচারক মনজুরুল ইমাম বলেন, ‘অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে। তবে আসামীর বয়স, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় সর্বোচ্চ দন্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে সর্বনিম্ন শাস্তি প্রদান করা হলো। ‘

আজ বুধবার (১০ জুলাই) মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ এবং স্পেশাল ট্রাইবুনাল-১ এর বিচারক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মন্জুরুল ইমাম এই রায় প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১১ আগষ্ট মেহেরপুরের শুভরাজপুর সীমান্ত থেকে ৮ পিস সোনার বারসহ নামাজ আলীকে আটক করেছিলো বিজিবি। অতঃপর বিজিবি কাথুলী ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার নামাজ আলীকে স্বর্ণচোরাচালান মামলা দিয়ে সদর থানায় হস্তান্তর করেন। মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন এস আই আব্দুল আলীম শেখ। তিনি মামলার অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করলে, মামলাটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-১ এ স্থানান্তর করা হয়।

মামলা পরিচালনায় রাষ্ট্রপক্ষে নিয়োজিত ছিলেন পাবলিক প্রসিডিউটার পল্লব ভট্টাচার্য এবং আসামি পক্ষে অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী।

মুজিবনগরে দুঃস্থ্য ও অসহায় পরিবারের মাঝে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগী বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গ্রাম দরিদ্র মুক্ত প্রকল্পের আওতায় সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের দুঃস্থ্য অসহায় পরিবারের মধ্যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে সোনাপুর মাঝপাড়া আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর অর্থায়নে এবং পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) বাস্তবায়নে, গ্রামের ২১ টি পরিবারের মাঝে ২ টি করে ৪২টি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগী বিতরণ করা হয়।

ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পরিচালক কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাগল বিতরণের উদ্বোধন করেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ হারিছুল আবিদ, মাঝপাড়া আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক রূপ ছবি বিশ্বাস। প্রথম পর্যায়ে ৩৫ টি পরিবারের মধ্যে ৭০ টি ছাগল বিতরণ করা হবে।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির মোনাখালী ব্রাঞ্চের সমৃদ্ধ কর্মসূচি সমন্বয়কারী হাসানুজ্জামানসহ পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মোনাখালী ব্রাঞ্চের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

ছাগল বিতরণের আগে উপকার ভোগী পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: হারিছুল আবিদ।